

হাদীছের শ্রেণী ও প্রকারভেদ

হাদীছের শ্রেণী ও প্রকারভেদ:

ছনদ তথা বর্ণনাধারার শেষ বা চূড়ান্ততা বিবেচনায় হাদীছ কত প্রকার ও কি কি?

ছনদ তথা বর্ণনাধারার শেষ বা চূড়ান্ততা বিবেচনায় খাব্বর/হাদীছ তিন প্রকার:-

(১) মারফূ' (২) মাওক্বোফ (৩) মাক্বূত'।

হাদীছ বা খাব্বরে মারফূ' কাকে বলে এবং তা কত প্রকার ও কি কি?

যে সব কথা কিংবা কাজ কিংবা সম্মতি ও অনুমোদন স্পষ্টতঃ শব্দগতভাবে কিংবা বিধানগতভাবে রাছুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত, তাকে মারফূ' হাদীছ বলে।

অন্য কথায়, যে বর্ণনাধারা বা বর্ণনাসূত্র (ছনদ) রাছুল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মারফূ' হাদীছ বা খাব্বরে মারফূ' বলা হয়।

খাব্বরে মারফূ' ছয় প্রকার:-

১। সুস্পষ্ট বাচনিক মারফূ' হাদীছ (المرفوع القولى صريحا)

যেমন- কোন সাহাবীর একথা বলা যে, “আমি রাছুলুল্লাহ-কে ﷺ এই- এই বলতে শুনেছি”। অথবা কোন সাহাবীর কিংবা অন্য কারো একথা বলা যে, “রাছুল ﷺ এই- এই বলতেন”।

২। কর্মসম্পর্কিত সুস্পষ্ট মারফূ' হাদীছ (المرفوع الفعلى صريحا)

যেমন- কোন সাহাবীর একথা বলা যে, “আমি রাছুলকে ﷺ এই--এই করতে দেখেছি”। অথবা কোন সাহাবীর বা অন্য কেউ এরূপ বলা যে, “রাছুল ﷺ এই-- এই করতেন”।

৩। সুস্পষ্ট অনুমতি বা অনুমোদনমূলক মারফূ' হাদীছ (المرفوع التقريرى صريحا)। যেমন- কোন সাহাবীর একথা বলা যে “আমি রাছুল ﷺ এর উপস্থিতিতে এই --- করেছি” কিংবা কোন সাহাবীর বা অন্য কেউ একথা বলা যে, “অমুক ব্যক্তি রাছুল ﷺ এর উপস্থিতিতে এই এই করেছেন”। আর রাছুল ﷺ কার্যটিকে অস্বীকার করেছেন মর্মে কোন কিছু উল্লেখ না করা।

৪। বিধানগতভাবে বাচনিক মারফূ' বর্ণনা (المرفوع القولى حكما)।

যেমন- এমন কোন সাহাবী কর্তৃক, যিনি আহলে কিতাবদের থেকে কোন কথা গ্রহণ করেন বলে জানা নেই, এমন কোন কথা বলা যাতে যুক্তি, ইজতিহাদ, নিজস্ব অভিমত বা চিন্তা গবেষণার কোন অবকাশ নেই। এমনভাবে অচেনা-অদ্ভুত কোন বর্ণনার সাথেও কথাটির কোন সম্পর্ক নেই কিংবা কথাটি দুর্বোধ্য কোন বর্ণনার ব্যাখ্যাও নয়। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন- কোন সাহাবী কর্তৃক অতীতের কোন সংবাদ দেয়া (যেমন- জগত সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে কোন সংবাদ দেয়া) কিংবা ভবিষ্যতের কোন বিষয়ের সংবাদ দেয়া (যেমন- ক্রিয়ামাতের পূর্বে সংগঠিত ফিতনা, ক্রিয়ামাতের ভয়াবহ অবস্থার সংবাদ দেয়া) কিংবা কোন কাজের বিশেষ কোন প্রতিদান বা শাস্তির সংবাদ দেয়া ইত্যাদি।

৫। কার্যত বিধানগত মারফূ‘ বর্ণনা (المرفوع الفعلى حكما)।

যেমন- কোন সাহাবী কর্তৃক এমন কোন কাজ করা, যাতে নিজস্ব যুক্তি, অভিমত বা চিন্তা-গবেষণার কোন অবকাশ নেই। উদাহরণ স্বরূপ যেমন- ‘আলী رضي الله عنه কর্তৃক সূর্যগ্রহণের নামাযে প্রতি রাক্‘আতে একাধিক রুকূ‘ করা।

৬। বিধানগতভাবে অনুমোদিত মারফূ‘ বর্ণনা (المرفوع التقريرى حكما)।

যেমন- কোন সাহাবী কর্তৃক এরকম সংবাদ প্রদান করা যে, তারা রাছুল صلى الله عليه وسلم এর যুগে এই--এই করতেন, অথচ রাছুল صلى الله عليه وسلم তাদেরকে নিষেধ করতেন না বা মন্দ বলতেন না।

মারফূ‘র বিধান সম্বলিত আরো যেসব বাক্য রয়েছে (অর্থাৎ- যেসব বাক্য কোন বর্ণনার ছন্দ মারফূ‘ হওয়া প্রমাণ করে) তন্মধ্যে হলো যেমন- কোন সাহাবীর একথা বলা যে, “এই কাজ হলো ছুন্নাত”, “আমাদের এই এই কাজের আদেশ দেয়া হয়েছে”, “আমাদেরকে এই কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে”। অথবা কোন সাহাবী কর্তৃক কোন কাজ সম্পর্কে এরূপ বলা যে “এটা হলো আল্লাহ سبحانه কিংবা রাছুল صلى الله عليه وسلم এর আনুগত্যমূলক” কিংবা “অবাধ্যতামূলক কাজ”।

যেমন- ‘আম্মার ইবনু ইয়াছির رضي الله عنه এর কথা:- “যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ দিনে রোযা পালন করল, সে আবুল কাছিম (মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم) এর অবাধ্যতা করল”। এই আছারটি ছুন্নান গ্রন্থকারগণ তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

খাব্বে মাওক্কাফ কাকে বলে?

যে সব কথা, কাজ কিংবা সম্মতি ও অনুমোদন রাছুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর কোন সাহাবীর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত, তাকে মাওক্কাফ হাদীছ বলে।

অন্য কথায়, যে হাদীছের বর্ণনাধারা বা ছন্দ কোন সাহাবী (رضي الله عنه) পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাওক্কাফ হাদীছ বা খাব্‌রে মাওক্কাফ বলা হয়।

খাব্‌রে মাওক্কাফকে “আছারে সাহাবী”ও (أثر الصحابة) বলা হয়।

খাব্‌রে মাকতূ' কাকে বলে?

যে সব কথা বা কাজ কোন তাবি'য়ী কিংবা তাঁর পরবর্তী কারো প্রতি সম্বন্ধযুক্ত, তাকে মাকতূ' হাদীছ বলে।

অন্য কথায়, যে বর্ণনা বা খাব্‌রের বর্ণনাধারা অর্থাৎ ছন্দ কোন তাবি'য়ী (رضي الله عنه) কিংবা তাব'য়ে তাবি'য়ী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে খাব্‌রে মাওক্কাফ বলা হয়।

খাব্‌রে মাওক্কাফকে “আছারে তাবি'য়ী”ও (أثر التابعي) বলা হয়।

সূত্র:- আশ শাইখ ‘আব্দুল কারীম মুরাদ (رحمته الله) ও আশ শাইখ ‘আব্দুল মুহছিন আল ‘আব্বাদ (رحمته الله) সংকলিত পুস্তিকা “মিন আতইয়াবিল মানহি ফী ‘ইলমিল মুসতাহাহ”- মাদীনা ইছলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী।